www.banglainternet.com

MUNIER CHOWDHURY

Polashi Barrack

পলাশী ব্যারাক

চরিত্র ঃ

হাবিব

মারুফ

মফিজ

হাফিজ

তোফাজ্জল

কামাল

পিওন

[স্থান : পলাশী ব্যারাক, ঢাকা

কাল : ১৯৪৮ ইং

দৃশ্য : একটি ঘরে ছটা ছোট ছোট চৌকি। মঞ্চের পেছনের দিকে দুটো সম্পূর্ণ দেখা যাবে, বাকীগুলোর বিভিন্ন অংশ মাত্র উঁকি দেবে। ঘরের দেয়াল বাঁশের বেড়া। মেঝ, লম্বা তক্তার ফালি দিয়ে কোনো রকমে গেঁথে রাখা হয়েছে। সব কিছুই নড়বড়ে, হরেকরকম শব্দ মানুষজন নড়ার সঙ্গে সঙ্গে তার সাক্ষ্য দেয়।

সময়, ভোরের দিক। সদ্যছাড়া বিছানার অবস্থা অত্যন্ত অগোছালো। বেশীর ভাগই লুঙ্গী পরে আছেন, কারও গায়ে সার্ট আছে, কারও গায়ে শুধু গেঞ্জী।

চাদর জড়িয়ে জুবুথুবু হয়ে বসে মারুফ অত্যন্ত গভীর মনোযোগের সঙ্গে একটা বই পড়ছে। চোখে পুরু চশমা। ক্ষীণ স্বাস্থ্য। অন্য একটা চৌকিতে বসে মফিজ পা দোলাচ্ছে। নিজের মনের কোনো ব্যক্তিগত অশান্তিতে পুড়ে মরছে, নিরীক্ষণ করছে মারুফের নির্বিকার শান্ত আত্মতৃপ্ত ভাবখানা, আর আরও জ্বলে উঠছে হিংসায়। একটু দেখছে, মুখ খিচিয়ে একটু হাঁটছে, আবার বসছে। টুথপেষ্ট ও বদনা হাতে নিয়ে ঝড়ের বেগে, চারদিক কাঁপিয়ে, ঘরে প্রবেশ করল হাবিব। ঠক করে হাতের জিনিসগুলো রাখল, বদনাটা উল্টে ফেলে দিল মেঝের উপর। সটান এসে দাঁড়াল ঠিক মারুফের মাথার ওপর ; ঝুঁকে পড়ে মারুফকে দেখতে থাকে। জোরে একবার নিঃশ্বাস টেনে নেয়, চওড়া চোয়াল আরও বিস্তৃত করে। গরগর করে ওঠে একটা চাপা আক্রোশে। মফিজ কিছু না বুঝে উৎসুক হয়ে ওঠে। হাবিব আচমকা মারুফের হাতের বই হ্যাঁচকা টানে ছিনিয়ে পাশের চৌকির ওপর ছুঁড়ে ফেলে দেয়—]

হাবিব : আপনি অঙ্ক শাস্ত্রের কৃতি ছাত্র, না? ধরুন এই কাগজ আর কলম। নিন, হাতে নিন। ফ্যাল ফ্যাল করে ওরকম হাবাগোবা ভাব দেখালেই হোলো, না? নিন বলছি কাগজ আর কলম!

মারুফ : (হতভম্ব) তা তা তাআ—কিন্তু আমি যে—

হাবিব : করুন, হিসেব করুন। দেখি আপনি কত বড় জাঁদরেল ম্যাথমেটিশিয়ান! প্রতি ঘর প্রস্থে চোদ্দ হাত দৈর্ঘ্যে পনের হাত, প্রতি ব্লকে পঁচিশটা ঘর, প্রতি ঘরে দশজন করে মানুষ, সবগুলো ব্যারাক মিলিয়ে এখানে থাকে চার হাজার কর্মচারী। এক একটা ব্লকের জন্য মাত্র একটা করে কল, তাতে পানি থাকবে সকাল সাতটা থেকে দশটা অবধি, কলের মুখের ব্যাস কোয়ার্টার ইঞ্চি, পানি পড়বে ঝির ঝির করে—

মারুফ : এ্যাঁ!

হাবিব : এ্যাঁ নয়, হিসেব করুন। অঙ্ক করে বলুন ঐ পানি দিয়ে মুখ ধোবার আমার কোনো হক আছে কি নেই। হিসেব করে আপনাকে বলতে হবে ও পানি অপিসে যাবার আগে আমার রুহ দেখতে পাবে কি না। রোজ দশটা পাঁচটা ভরে তো শুধু সরকারের অডিট এ্যাকাউন্টস করেন, আর এই সোজা হিসেবটা বোঝাতে পারবেন না?

মফিজ : ঠিক! এবার বুঝি বাছাধন কেবল সর্ষে ফুল দেখছেন? এদিকে ত দেখছি সারাক্ষণ দিব্যি পুরুষ্টু ড্যামগ্র্যাড ভাব। সারাদিন ঘোষণা করে বেড়ান উনি নাকি বিশ্ববিদ্যালয়ে অঙ্কের কৃতি ছাত্র ছিলেন। উপদেশ দিয়ে বেড়ান হিসেবের কড়ির মার নেই, হিসেব করে চলতে জানলে কাউকেই পস্তাতে হয় না। আহাহা, কী আমার হিসেব করনেওয়ালা রে!

হাবিব : একেবারে থিতিয়ে গেলেন যে! বলুন শিগগির, আমি অপিসে যাবার আগে একবারও কলতলায় পৌঁছুতে পারব কি না। দুনিয়াছাড়া গ্রহনক্ষত্রের ইয়েকি-ফাজলেমীর খবর অঙ্ক কষে বার করতে খুব মজা লাগে, না? আর আমি অতগুলো লোকের মাঝে কতখানি সময়ের মধ্যে কলের পানিতে নিজের নখ ডোবাতে পারব সে অঙ্ক বুঝি কিছুতেই মাথার মধ্যে সেঁদোয় না?

মফিজ : ছেড়ে দাও, বেচারা ভিরমি খেয়ে গেছে। দেখছো না কি রকম পচা মাছের মত ড্যাবড্যাব করে তাকিয়ে রয়েছে।

মারুফ : তুমি বুঝি আজও মুখ ধুতে পার নি!

হাবিব : ব্রাশের ওপর পেষ্টের ড্যালা তুলে হাত শই করে মাজবার জন্য মাড়ি পর্যন্ত ঠেলে দাঁত উঁচিয়ে হাঁ করে দাঁড়িয়ে ছিলাম কিউতে, পাক্কা দেড় ঘণ্টা।

মারুফ : তারপরও পারলে না?

হাবিব : জী না। পনের জন দূরে যখন তখন হড় হড় করে কিছু অতিরিক্ত পানি উগলে দিয়ে ভস্‌স্‌স্‌ করে কলটা বন্ধ হয়ে গেল।

মারুফ : বন্ধ হয়ে গেল?

মফিজ : সবাই তো আপনার মত ভোর রাতে উঠে কলতলায় বসে দাঁত মাজতে শুরু করে দিতে পারে না। আমাদের জন্য এরকম বন্ধ হয়ে যাবেই। আচ্ছা মারুফ সাহেব, আপনার বিবি বুঝি রোজই সোবেহ্ সাদেকের সময় উঠে ফজরের নামাজ আদায় করেন? আপনার এই আদত সত্যি কি করে হল, বলুন না।

মারুফ : আপনি যত সহজে বদ আদতগুলো আয়ত্ত করেছেন, আমার ভাল অভ্যেসগুলো তার চেয়ে সহজে রপ্ত

banglainternet.com

হয় নি। কিন্তু চাকরটা এক্ষুণি চা নিয়ে আসবে যে। হাবিব সাহেব, বাসি মুখে চা খেতে কষ-কষ ঠেকবে না?

মফিজ : যতসব দেহাতী থিওরী। মুখ না ধুয়ে খেলে কষ-কষ, ধুয়ে খেলে ফুর-ফুরে—যতসব আজগুবি কুসংস্কার। আরে বেড টি, বেড টি করে মেরে দাও, তা ভোর সাতটাতেই হোক কি দুপুর দশটায়। মুখ না ধুয়ে খেলেই হল বেড টি, ঢোক ঢোক করে গিলে ফেল। মনে হবে গরম পানি দিয়ে মুখ ধোয়া হয়ে গেল। তারপর একখিলি পান, বড় এক দলা কিমাম মিশিয়ে চিবিয়ে নাও। দাঁতগুলো একটু পেতলা রঙের হয়ে উঠবে বটে, কিন্তু মুখমণ্ডল ভরে উঠবে বিদেশী টুথ পেষ্টের একটা ওরিআণ্টাল ঠাণ্ডা গন্ধে।

মারুফ : কিড়ে পড়া বড়শির টোপের মত এক গাদা নোংরা জমা মুখে চা হয়তো সকলের রুচিতে সমান নাও লাগতে পারে।

মফিজ : নইলে বিছানা ছাড় সোবেহ্ সাদেকের সময়, এস্তেঞ্জা কর কুলুক দিয়ে, তারপর মুখে ব্রাশ পুঁতে মন্ত্রীর পেয়ারা কণ্ট্রাক্টরের তৈরী ভাঙা কলতলায় এবাদত কর পানির ফোঁটার জন্য সারা সকাল। বাব্বা! আর দেরী করে উঠলে এস্তেজার কর কিউতে দাঁড়িয়ে, তারপর হাবিবের দশা হলে এস্তেকাল করা ছাড়া কোনো পথই থাকবে না।

মারুফ : ওর কথা ছেড়ে দিন। এখান থেকে পুকুর আর কতদূর হবে। আপনি চলুন, গল্প করতে করতে আমিও এক সঙ্গে যাচ্ছি। দেরী করলে চা নিয়ে ছোকরা হয়তো এসে পড়বে।

মফিজ : বাবা অন্ধ কষে তবে রাস্তা বাতলাচ্ছে, যাও, যাও! কতদূর আর হবে বড় জোর আধ মাইল। এতে-যেতে ঘণ্টাখানেকের বেশী সময় তো লাগতেই পারে না। ইতিমধ্যে চা জুড়িয়ে যাবার অবস্থা হলে কষ্ট করে আমরাই না হয় তা গিলে রাখব।

মারুফ : দাঁড়িয়ে রইলেন কেন, চলুন।

[চা নিয়ে ভৃত্যের প্রবেশ। একগ্লাস চা, একটা করে বিস্কিট। পাঁচ জনের জন্য।]

মফিজ : এই যে বাবা এসে গেছে। দাও, দাও। পান এনেছে তো? বেশ বেশ। আহা, একি আপনারা এখনও রওনা হন নি? যান যান খামকা দেরী করছেন কেন?

মারুফ : আপনার আর অত দরদ দেখিয়ে তাড়া না দিলেও চলবে। প্রয়োজনমতো আমরা নিজেরাই চলাফেরা করতে পারব। আপনার আর লেজ মুড়ে হেঁট হেঁট করতে হবে না। কি বলেন হাবিব সাহেব, ধোবেন মুখ?

হাবিব : দেখুন, মানে, আমি মফিজের মত নোংরা স্বভাবের লোক মোটেই নই। তবে কি না ভোর থেকে একটানা এতক্ষণ উত্তেজিত ছিলাম যে মুখে ঠিক বাসি লালা জমে আছে বলে একদম মনে হচ্ছে না।

মারুফ : হ্যা উত্তেজনায় লালাক্ষরণ একটু বেশীই হয়।

মফিজ : এটা একটা বিজ্ঞানের সত্য না?

হাবিব : মুখটা এখন এত তাজা আর হালকা ঠেকছে যেন—

মফিজ : যেন মনে হচ্ছে না যে তুমি ঘুম থেকে উঠেছ। মানে গত রাতে তুমি যে ঘুমিয়েছ তার অবসাদ মাড়ির গোড়ায় গোড়ায় ঘন লালায় জমাট বেধে নেই, সব ধুয়ে হালকা হয়ে গেছে।

banglainternet.com

হাবিব : অনেকটা, হ্যাঁ হ্যাঁ—আ হ্যাঁ হ্যাঁ—অনেকটা সেই রকম।

মারুফ : বুঝেছি। ধর তোমার চা। হাঁ করে দেখছিস কি। তফাজ্জল সাহেব আর কামাল সাহেব বাইরে গেছেন। ওদের দু পেয়ালা চৌকির ওপর রেখে তুই তোর কাজে যা।

[তিন জনে মৌজ করে চায়ে চুমুক দিতে থাকে।]

মারুফ : (অনেক আশা ও উৎসাহ নিয়ে। অন্য দুজন আগের মতই থমথমে।) বুঝলেন হাবিব সাহেব, কাল রাতে হিসেব করে দেখেছি যে,…(মফিজের চোখ মুখের ভাব দেখে আর এগুতে সাহস করে না।)

মফিজ : ওকি থামলেন কেন ? বলুন, হিসেব করে আপনি…

হাবিব : আপনি, আপনি আবার একটা হিসেব করেছেন ?

মফিজ : তাতে তুমি অত ক্ষেপে উঠলে কেন ? ও হিসেব করলে তোমার পিত্তি জ্বলে ওঠে কেন ?

হাবিব : না ক্ষেপবে না! আজকে শুধু আমি আর ওর রুমমেটটাই ক্ষেপে উঠেছি। তাও তো কামাল এখনও শান্ত। একদিন সমস্ত ব্যারাকশুদ্ধ লোক যদি ক্ষেপে উঠে ওকে কতল করে না ফেলেছে তবে এই আমি কসম কাটলাম, গুড়ের চা নয়, মেড়ো বড় সাহেবের পেচ্ছাব খাচ্ছি, পেচ্ছাব খাচ্ছি।

মারুফ : ছি ছি। কি যা তা বকছ। থাক আমি আর তোমাদের কাছে কোনো কথাই বলব না।

হাবিব : ক্ষেপব না! ভোর বেলায় মুখ ধুতে পারি না কন্ট্রাক-টরের নাফরমানির জন্য। বেটাকে জেলে পুরতে পারছি না মন্ত্রী শালার সঙ্গে ওর টাকার সম্বন্ধ বলে; যা বেতন পাই তাতে বৌকে মেরে ফেলতে হবে গলা টিপে, বিষ কেনার বাড়তি পয়সা নেই বলে; পাকিস্তানের জন্য আত্মত্যাগ করতে পারব না দেহত্যাগ করতে হবে বলে…আর আমি ক্ষেপব না ?

মারুফ : এ কিন্তু বড় অন্যায়। হঠাৎ আমার ওপর এত খাপ্পা হয়ে ওঠার কোনো মানে হয় না।

হাবিব : না না। আপনাকে তো তোয়াজ করব! প্রতি লহমায় আমরা সব দুশ্চিন্তায় আর দুর্ভাবনায় পুড়ে পুড়ে খাক হয়ে যাচ্ছি আর উনি রোজ শুয়ে শুয়ে কেবল হিসেব করেন। হ খুব অঙ্কের বড়াই। বি-এতে অংকে ফার্স্ট হয়েছিলেন! তাই বলে আপনি আমাদের চোখের সামনে বসে হিসেব করে আবিষ্কার করবেন যে, আপনি সুখে আছেন ? আর সত্যি সত্যি সেই হিসাবের অঙ্কে বিশ্বাস করে, চোখ মুখ গাল খুশিতে চক্‌চকে তেল্ তেলে করে আপনি আমাদের চোখের সামনে দিয়ে ঘুরে বেড়াবেন ? আমরা না হয় সহ্য করলাম। কিন্তু একদিন যদি এই ব্যারাকশুদ্ধ লোক ক্ষেপে যায়, দেখবেন শকুনের মতো ডানা ঝাপটে পড়ে আপনার হাসিভরা মুখটাকে ঠুকরে খুবলে নাই করে দেবে।

[এমন সময় বাইরের কাঠের বারান্দা দিয়ে বোধহয় দুজন বেশ মোটা লোক খুব ভারি ভারি পা ফেলে দুদ্দাড় শব্দে ছুটে চলে গেল। দোতালার ঘরের কাঠের পাটাতনও সেই ঝাঁকুনিতে থরথর করে কেঁপে ওঠে। চায়ের পেয়ালা দুটো উল্টে পড়বার উপক্রম হয়। বাঁচাবার চেষ্টায় তিনজনই ঝাঁপিয়ে পড়ে কিন্তু রক্ষা করতে পারে না]

মফিজ : গেল গেল গেল উল্টে। ঘরের পাটাতন নয়তো শালা হারমোনিয়মের রীড বানিয়ে রেখেছে। দোতালার বারান্দায় এক ফালি করে তক্তায় পা পড়ছে আর

banglainternet.com

ঘরের মধ্যেও অমনি অন্য প্রান্ত তড়াক তড়াক করে লাফিয়ে উঠছে সারি সারি।

[কাঠের মেঝের ওপর, যেখানে চায়ের পেয়ালা উল্টে পড়েছে সেখানে, মারুফ আর হাবিব উপুড় হয়ে পড়ে গভীর মনোযোগের সঙ্গে কিছু দেখছে।]

কি? কাঠের ফাঁক দিয়ে চা চুঁইয়ে চুঁইয়ে নীচতলার ঘরে পড়তে সুরু করেছে?

হাবিব : (চাপা গলায়) হুঁ। ফোঁটা ফোঁটা করে নয়, একেবারে ঝরঝর করে।

[নীচতলা থেকে একটা ক্ষুদে হট্টগোল শোনা যাবে। কিছু লোকের ব্যস্ত নড়াচড়া, কিছু ক্রুদ্ধ অস্ফুট উক্তি।]

মোটাগলা : (নেপথ্যে নীচ থেকে জোরে) বলি ওপরের তালার সাহেবরা, আমরা কি একেবারে আণ্ডারগ্রাউণ্ড ড্রেনে শুয়েছিলাম না কি?

মিহিগলা : (নীচে থেকে) একেবারে বিছানার নীচ থেকে নর্দমা তৈরী করে মাল ঢালছেন মনে হচ্ছে।

মারুফ : দেখুন দোষটা আমাদের পুরোপুরি না হলেও মাফ চাইছি। কিন্তু বুঝলেন আমাদের ওপরের তালার মেঝের তক্তাগুলো, সোজা হিসেবেই, প্রত্যেকটা ছ ইঞ্চি চওড়া। বসানো হয়েছে আধ ইঞ্চি দূরে দূরে। বুঝলেন এতগুলো ফুটো, একটু হিসেব করে দেখলেই বুঝতে পারবেন……

মোটাগলা : এ্যাঁ এ্যাঁ এ্যাঁ?

হাবিব : নিকুচি করি তোমার হিসেবের। তুমি মুখ বন্ধ কর। (পাটাতনের ফাঁকে মুখ রেখে) শুনছেন নীচুতলার সাহেব?

মিহিগলা : শুনবোনা কেন? কানের ছেঁদায় জ্বলন্ত সিগরেটের বোটা তো ফেলেছিলেন গতকাল, তা আজ শুনতে পাবনা কেন?

মফিজ : (চাপা গলায়) আর সিকিট্টা-দুয়ানিটা পড়লে বুঝি টেরও পাননা! তখন তো ডাকাডাকি করেও কোনো সাড়া পাওয়া যায় না।

হাবিব : দেখুন, বোধহয় গ্লাস উল্টে কিছু পানি গড়িয়ে পড়ে থাকবে। আমরা সত্যি তার জন্য লজ্জিত!

মোটাগলা : পানি? শুধু পানি? তাহলে ধোঁয়া উঠছে কেন?

হাবিব : মানে মানে গরম, মানে এই সেদ্ধ পানি ছিল। খারাপ কিচ্ছু নয়, সত্যি পাকসাফ পানি!

মিহিগলা : তা বাবা অত আঁটা-আঁটা ঠেকছে কেন?

হাবিব : হেঁ হেঁ। ও কিছু নয় একটু তলানীর গুড় হবে হয়ত। খারাপ কিছু নয়।

মোটাগলা : গুড়! কি বলছেন সাহেব? শেষে কি আমাদের পিঁপড়ে দিয়ে খাওয়াতে চান না কি?

হাবিব : চায়ের গ্লাস উল্টে গিয়ে কুকাণ্ডটা ঘটেছে। তা মিলে-মিশে আমাদের থাকতেই হবে। কথা বাড়ানো মানে সকলের শান্তি নষ্ট। কিছুক্ষণ পর যখন আপনারা উনুন ধরাবেন তখন এখানে আমরা চোখ মেলতে পারব না। চোখ পোড়ানীর ওপর ধোঁয়ায় ধোঁয়ায় এ ঘর তখন হয়ে উঠবে শীতের লণ্ডন শহর।

মফিজ : ব্যাস ব্যাস। অনেক হয়েছে। এবার উঠে বস। হাতের চাটা শেষ কর।

[তিনজনে আবার আসরে বসে। নীচ থেকে শেষবারের মতো মিহিগলা ভেসে আসে। "আল্লার আকাশের ধোঁয়া মাঝ পথে আপনারা আটকে রাখলে আমরা কি করব?" নীরবতা। গভীর তন্ময়তার সঙ্গে ভাবছে মারুফ। অন্য-মনস্ক হয়ে আবার জের টেনে আনে তার না-বলা কথাটাকে।]

banglainternet.com

মারুফ : বুঝলে, আমি হিসেব করে দেখেছি, বাড়ী যেতে পারব। পয়সায় কুলোবে।

মফিজ : (ব্যঙ্গ) সত্যি ? অঙ্কে ভুল হয়নি তো ?

মারুফ : (সরল ও উদ্ভাসিত) উহুম। শুধু ধীরে ধৈর্য ধরে এগুতে হবে।

হাবিব : (মরিয়া এবং বিস্মিত) বাড়ী যাবার টাকা তুমি হিসেব করে বার করে ফেলেছ ?

মারুফ : (দুলেদুলে গুনগুনিয়ে) হুঁ। স-ব মিলে গেছে। বুঝলে, আমি হিসেব করে দেখলাম, প্রায় দশটাকার মতো আমি প্রত্যেক মাসেই জমাতে পারি।

হাবিব : কোন কোন খাতে কমালে ?

মারুফ : বাসে চড়ব না। ধোপায় দুবার কম দেব। চুল ছাঁটব না।

মফিজ : তারপর ?

মারুফ : তিন মাস পরে সেটা জমে হবে ত্রিশ টাকা।

মফিজ : সে তো তোমার পথ-খরচাতেই লাগবে।

হাবিব : বৌর জন্য একজোড়া শাড়ী। বড় ছেলেটার জন্য জামা, ছোট মেয়েটার জন্য একটা কিনতে হলেও তোমার আরও পঞ্চাশ টা টাকা চাই।

মারুফ : ঠিক আমারও তাই হিসাব। আট মাসে হবে আশি টাকা। আমি তখন বাড়ী যাব।

হাফিজ
মফিজ } : (এক সঙ্গে। ব্যঙ্গ।) ওহ তাই। ঠিকই তো।

মারুফ : ঠাট্টা নয়। আমি খুব হিসেব করেই কথা বলেছি। আমার ছ মাস বাকী আছে।

হাবিব : (ক্ষিপ্ত) মান ?

মারুফ : দশ টাকা হিসাবে এ মাস নিয়ে আমার বিশ টাকা জমা হল। (কল্পনায় বিভোর হয়ে হাসতে থাকে।)

হাবিব : শালাকে খুন করব আমি।

মফিজ : দাঁড়াও কামাল আসুক। ওকে শোনালে একটা হেস্তনেস্ত করে ছড়াবেই।

হাবিব : (বিড়বিড় করে) ওকে নীচতলায় শুইয়ে ওপর তলা থেকে, গরম চায়ের গ্লাস একটার পর একটা ওল্টাতে থাকব।

[খোঁড়াতে খোঁড়াতে তোফাজ্জলের প্রবেশ।]

তোফাজ্জল : কার চা, আমারটাই বুঝি উল্টে একাকার করেছ ?

মারুফ : (বই ঘাঁটছে। অন্যমনস্ক। আত্মতৃপ্ত। মৃদু মৃদু হাসি।) হুঁম।

হাবিব : তোমার পায়ে কি হল আবার। বেরিয়েছিলে তো পায়খানা যাবার কাফেলায়, দুর্ঘটনা ঘটল কখন ?

তোফা : বোলো না আর। ভাবলাম এত দূর যখন এসেছি একবার সতেরো নম্বর ব্লকে ঢুঁ মেরে যাই। দু সিঁড়ি না উঠতেই মড়মড় করে ভেঙে পড়ল গোটা কাঠামো-টাই। পড়ে পাটা মচকে গেছে।

মফিজ : ও, তাহলে বেশী লাগে নি হয়তো।

হাবিব : ওভারসিয়ার বাবুর নাগাল পেলে না ?

তোফা : ও বেচারাকে গাল দিয়ে লাভ নেই। সতেরো নম্বর ব্লকের অনেক আগেই তিনি আটকে রয়েছেন চিরতরে। এদিকে আসবার ওর ফুরসৎ কোথায় ? রোজই এরকম দুচারটা সিঁড়ি, পার্টিশন, দর্জা ভেঙে পড়ছে। গোটা নির্মাণ কৌশলটাই বড় সূক্ষ্ম। তাকে জিইয়ে জিইয়ে রাখা কি কম হেকমতের কাজ।

[এই নৈমিত্তিক প্রসঙ্গে আলোচনার শেষাংশে শ্রোতারা উৎসাহ দেখালো না। চরম ক্লান্তি ও বিরক্তি তোফাজ্জলের মুখেও। বিদ্বেষ ও হতাশার প্রতীক হাবিব ও মফিজের দিক থেকে সরে

banglainternet.com

চোখ মারুফের হাস্যোদ্দীপ্ত মুখের ওপর পড়তেই তোফাজ্জলও ভ্রূ কুঞ্চিত করে। পলকে সবটা বুঝে নেয়। অন্য দুজনের মতো তার মুখও কালো হয়ে ওঠে। এমন সময় হন্তদন্ত হয়ে, বদনা হাতে. নাক চেপে ধরে জলন্ত আগুনের হলকার মত লক লক করে ঘরে ঢোকে কামাল। হাত সরতেই দেখা যাবে, নাকের ও চোখের আশেপাশে অনেক খানি যায়গা টোবলা দিয়ে ফুলে উঠেছে। কৌতূহলে জীবন্ত হয়ে ওঠে তিনটি মৃত প্রাণ।]

কামাল : কোথায় সেই অঙ্কবাগীশ? আমি একবার তাকে দেখতে চাই। এই যে, পেয়েছি তোমাকে। আর মনে থাকে যেন, এখনও তুমি মনে মনে হাসছিলে। নিজের অঙ্ক নিজেই হেসে হেসেই খুব মাৎ করে দিচ্ছ, না? ভাঁওতা চলবে না আমার কাছে। যদি মেলাতে না পার তবে তোমার অঙ্কের ছোট বড় একক-গুণিতক সব থেঁতলে একাকার করে দেব।

তোফা : হাসো, আরও হাসো।

হাবিব : ধরো এই খাতা। খুব বড় অঙ্ক কি কামাল ভাই?

মফিজ : এই নাও কলম, কালি পুরোই আছে।

মারুফ : (কাঁদোকাঁদো) তোমরা আমাকে পাগল বানিয়ে দিতে চাও?

কামাল : শুধু নিজের হিসেব চুপিসারে সেরে পালাতে পারবে না। তোমায় দিয়ে আমাদের অঙ্কও কিছু করিয়ে নিতে চাই। বুঝলে? লেখ।

মারুফ : তোমরা আমায়, বুঝেছি, তোমরা আমায়—

হাফিজ :
হাবিব :
তোফা : } (তিনজন এক সঙ্গে) কিছু বোঝনি। বাছাধন, লেখ বলছি।

কামাল : এই দেখ, ইচ্ছে হলে স্কেল দিয়ে মেপে দেখতে পার। আমার মুখের প্রায় তিন বর্গ ইঞ্চি জুড়ে ফুলে উঠেছে। দু এক সেন্টিমিটারের চেয়ে বেশী নিশ্চয়ই উঁচু হয়েছে। লাল রং ওখানে নীল ও কালো হয়ে গেছে। কারণ ঘুঁষি, আমি ঘুঁষি খেয়েছি। বলতে পার সে ঘুঁষির বেগ মিনিটে কত মাইল করে ছিল?

মারুফ : তুমি আমায় মারবে কামাল? আমি তো কোন অন্যায় করিনি। ওরা তোমার কাছে মিথ্যে কথা বলেছে। আমি একবারও হাসিনি। হাসাহাসি করিনি। সত্যি বলছি বিশ্বেস কর।

হাবিব : বাজে না বকে হিসেব শেষ কর।

কামাল : হ্যাঁ, তার আগে আরও একটা হিসেব আছে। লেখ। লেখ বলছি। পায়খানায় দরজা প্রথম মাসেই বহুল পরিমাণে ভেঙে পড়ে। এখন প্রতি দুটো খোপের জন্য মাত্র একটা করে দরজা অবশিষ্ট আছে। সে-দরজা টানলে এদিকেও আসে, ওদিকেও যায়। নব্বুই ডিগ্রিতে খোলা থাকলে দুটো খুপরিই থাকবে উন্মুক্ত। অন্য যে কোনো ডিগ্রিতেই লজ্জা নিবারণে তারতম্য দেখা দিতে বাধ্য।

মারুফ : কিন্তু এর মধ্যে অঙ্ক ঠিক কোন জায়গায় আছে তা তো আমি ঠাহর করতে পারছিনা।

মফিজ : বুদ্ধি একেবারে চনমন করে উঠল যে। সবুর, অঙ্ক আসছে।

হাবিব : বলো কামাল ভাই, তোমার অঙ্ক চলুক। ওকে আমরা ঠেসে ধরে রাখছি।

মারুফ : (চীৎকার করে) বুঝেছি, বুঝেছি। ঐযে তোমরা বলাবলি করছিলে আমাকে কতল করবে, এ বুঝি তাই। বুঝেছি। না না না।

কামাল : খামোশ। অঙ্কটা হচ্ছে: দেড়শ লোক খুপরীগুলো এক ঘণ্টার মধ্যে ব্যবহার করতে চাইলে, কত ডিগ্রি

banglainternet.com

কোণ করে কখন তা খুলবে ? খোলার গতি ও কৌণিক অবস্থানের আনুপাতিক সম্পর্ক কি হবে ? যাতে করে বিনাদোষে আমার নাকের ওপর, অত্যন্ত বেকায়দায় বসে থাকা অবস্থায়, হঠাৎ এক পশলা ঘুঁষি এসে না পড়ে।

[ডাক পিওনের প্রবেশ]

পিওন : খৎ হায় সাহাব।

[ছিটকে পাঁচজনই দরজার কাছে এগিয়ে যায়।]

পিওন : একই খৎ হায়। মারুফ হোসেন সাহাব কা।

মারুফ : ওঃ, আমার চিঠি, দাও দাও।

[চিঠি ছিঁড়ে পড়তে শুরু করে। জলজলে হাসিভরা মুখ নিয়ে। সঙ্গীরা দাঁত চেপে হাসি নিরীক্ষণ করে। হঠাৎ মারুফের চেহারা পাল্টে যায় এবং সে প্রায় ভেউ ভেউ করে কেঁদে ওঠে।]

মারুফ : ও হো হো, আমার স-ব ভুল হয়ে গেছে, আমি স-ব ভুলে গিয়েছিলাম। ও হো হো, কী ভুলই না করেছি।

সকলে : এ্যাঁ ?

কি বলছে ও ? কি ব্যাপার ?

কাঁদছে না কি ?

কি ভুলে গেল ?

মারুফ ভুল করেছে ?

মারুফ : আমার স-ব ভুল হয়েছে, গোটা হিসেবটাই ভুল হয়েছে।

সকলে : ছি ছি কাঁদছ কেন ?

ভুল তো অমন সকলেরই হয়।

কার চিঠি ওটা ?

মারুফ : কাবিননামার শর্তই আমি ভুলে গিয়েছিলাম। বৌ মনে করিয়ে দিল যে, কাবিননামায় না কি শর্ত দেয়া হয়েছিল যে, ছ মাসে একবার বিবির মুখ দর্শন না করলে পাঁচ হাজার টাকা ক্ষতিপূরণ দিয়ে আমায় তালাক মঞ্জুর করতে হবে। আমি অত টাকা কোথায় পাবো ? আমার যে আশি টাকা জমাতে আট মাস কেটে যাবে। ও হো হো—স-ব যে হিসেবে ভুল হয়ে গেল। ও হো হো।

[মারুফের উদ্‌ভ্রান্ত উন্মাদ মূর্তি। বাকী চারজন ফ্যালফ্যাল করে বোকার মত সেদিকে তাকিয়ে থাকে।]

banglainternet.com